

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর জীবন বৃত্তান্ত

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৯৬৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার টিকলীচর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: বেলায়েত আলী মন্ডল, মাতা: সাজেনুর নেসা। বিবাহিত। জীবনসঙ্গিনী: রোকশানা পারভীন লীনা। মেয়ে: ডালিয়া নওশিন লুবনা; ছেলে রাগিব ইশরাক সজন। তিনি ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে সুজন একাডেমী হাইস্কুল থেকে মানবিক বিভাগে ১ম শ্রেণীতে এসএসসি পাস করেন। ১৯৮০ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে রাজশাহী বোর্ডে ৬ষ্ঠ স্থান দখলসহ এইচএসসি পাস করেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে ১ম স্থান দখল করে বিএ অনার্স এবং পরে কৃতিত্বের সাথে এমএ পাস করেন। তিনি নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে গভর্নেন্স স্টাডিজ বিষয়ে এমএস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বিসিএস পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান দখল করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৮৮ সালে। পরের বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগপত্র লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে থেকে যান। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক পদে বদলী করা হয়। ইতঃপূর্বে তিনি মাঠ পর্যায়ে সহকারি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, এসি(ল্যান্ড), আরডিসি, এলএও, এডিসি প্রভৃতি পদে চাকরি করেছেন প্রায় ১৫ বছর। তিনি সিনিয়র সহকারি সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব এবং অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছেন।

চাকরি জীবনে তিনি ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, ইটালি, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিজি, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মোঃ আমিনুল ইসলামের আরেকটি বড় পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও গবেষক। কবি-প্রাবন্ধিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ নব্বই দশকে। লেখার বিষয় : কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া এবং সংগীত বিষয়ে গবেষণাধর্মী নিবন্ধ। বাঙালির শেকড় অন্বেষণ এবং কবিতায় তা তুলে ধরা একটি প্রিয় বিষয় তার। নদী, প্রেম এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী তাঁর কবিতায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। কবিতা রচনায় দশকের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে তিনি কবিতার নিজস্ব একটি ধরন নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন বলে তার কবিতার আলোচকগণ প্রায় সকলেই বলেছেন। দুর্বোধ্য নয় অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময়-এটি হচ্ছে তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় দিক। মননশীল প্রবন্ধের জন্যও তিনি সমানভাবে স্বীকৃত। তাঁকে এসময়ের একজন মৌলিক ও শক্তিমান কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি নজরুল সঙ্গীত নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ করে চলেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ - ক. কবিতা : তন্ত্র থেকে দূরে-২০০২; মহানন্দা এক সোনালি নদীর নাম-২০০৪; শেষ হেমন্তের জোছনা - ২০০৮; কুয়াশার বর্ণমালা -২০০৯; পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি-২০১০; স্বপ্নের হালখাতা -২০১১; প্রেমসমগ্র-২০১১; . জলচিঠি নীলস্বপ্নের দুয়ার-২০১২; শরতের ট্রেন শ্রাবণের লাগেজ-২০১৩; কবিতাসমগ্র-২০১৩; জোছনার রাত বেদনার বেহালা : ২০১৪ ; তোমার ভালোবাসা আমার সেভিংস অ্যাকাউন্ট ২০১৫ প্রণয়ী নদীর কাছে (২০১৬) , ভালোবাসার ভূগোলে(২০১৭), অভিবাসী ভালোবাসা (২০১৮) এবং জলের অক্ষরে লেখা প্রেমপত্র (২০১৯)।

খ. ছড়া : দাদুর বাড়ি-২০০৮; এবং, ২. ফাগুন এলো শহরে-২০১২ এবং রেলের গাড়ি লিচুর দেশ ২০১৫, **গ. প্রবন্ধ** : বিশ্বায়ন বাংলা কবিতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ-২০১০।

সম্মাননা/পুরস্কার : ১. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ সাংগঠনিক সম্মাননা ২০০৪; ২. বগুড়া লেখক চক্র স্বীকৃতি পুরস্কার ২০১০ ; ৩. শিশু কবি রকি সাহিত্য পুরস্কার ২০১১ ; ৪. জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) - ২০১২, এবং ৫. 'নজরুল সংগীত শিল্পী পরিষদ সম্মাননা ২০১৩'; ৬. গাঙচিল সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫; এবং মানুষ পুরস্কার ২০১৭ এবং দাগ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮।